



48995 - হাওযে কাউসার ও নহরু কাউসার

প্রশ্ন

কাউসার কী? এটি কী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আরবী ভাষায় কাউসার শব্দটি দ্বারা আধিক্যের অতশিয়ন বুঝানো হয়।

শরীয়তে এর দুটি অর্থ রয়েছে:

প্রথম অর্থ:

এটি জান্নাতের একটি নহর বা নদী, যা আল্লাহ তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়েছেন। আল্লাহর বাণী: **إِنَّا** **أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ** “আমি তোমাকে কাউসার দান করছি” [সূরা কাউসার: ১] দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউসারকে এভাবে ব্যাখ্যা করছেন। সহিহ মুসলমি (৬০৭) বর্ণিত হয়েছে, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছলাম। তিনি হঠাৎ সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। তারপর মাথা তুলে মুচকি হাসলেন। আমরা বললাম: ‘হে আল্লাহর রাসূল! কীসে আপনাকে হাসালো?’ তিনি বললেন: ‘আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর তিনি পড়লেন:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

“আমি তোমাকে কাউসার দান করছি। অতএব, (কৃতজ্ঞতা স্বরূপ) তোমার রবের উদ্দেশ্যে নামায পড়ো ও কুরবানী করো। আসলে তোমার প্রতি বিদ্রোহপোষণকারী লজেকাটা (নরিবংশ)।” তারপর বললেন: “তোমরা কি জানো কাউসার কী?” আমরা বললাম: ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন।’ তিনি বললেন: “এটি এমন একটি নদী যার ওয়াদা আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। এতে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ। এটি একটি হাওয যাতো পানি পান করতো আমার উম্মতের লোকেরা কয়ামতের দিন আসবে।” সম্পূর্ণ হাদীস।

তিরমযী (৩২৮৪)-তে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেন: “কাউসার জান্নাতের একটি নদী। এর দুই তীর স্বর্ণরে। আর এর পানির প্রবাহ মুক্তা ও ইয়াকূতের উপর।... পূর্ণ হাদীস”[তিরমযী বলেন: হাদীসটি হাসান। শাইখ আলবানী সহীহ সুন্নাতি তিরমযী (৩/১৩৫)-তে এটিকে সহীহ বলে গণ্য করেন]

দ্বিতীয় অর্থ:

এটি একটি বিশাল হাওয। হাওয মান: জলাশয়। কয়ামতের দিন হাশররে মাঠে এটি স্থাপন করা হবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত এতে আসবে। এই হাওযের পানি জান্নাতের কাউসার নদী থেকে উৎসারিত হবে। তাই এর নাম হাওযে কাউসার। এর সপক্ষে দলীল হচ্ছে সহীহ মুসলমি (৪২৫৫) বর্ণিত হাদীস, আবু যার রাদিয়াল্লাহু বরণনা করেন: “জান্নাত থেকে দুটি নালা হাওযে প্রবাহিত হবে।” হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে জান্নাতের পাশে হাওয স্থাপন করা হবে যেনে জান্নাতের ভেতরের নদী থেকে এতে পানি প্রবাহিত হয়— যমেনটি ফাতহুল বারী (১১/৪৬৬) গ্রন্থে বলছেন ইবনে হাজার রাহমাহুল্লাহ। আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।

কাউসার ক'অন্যান্য নবীদরে পরবর্ত্তে কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস; নাকি এমনটিনয়?

কাউসার নদী; যার থেকে হাওযে কাউসারে পানি প্রবাহিত হবে এমন কোনও কাউসারের কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কোনও নবীর ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়নি। আল্লাহ সূরা কাউসারে এই কাউসারের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অনুগ্রহ করার কথা উল্লেখ করেছেন। তাই এটি অন্য নবীদরে পরবর্ত্তে কেবল আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস— এই সম্ভাবনা দূরবর্ত্তী নয়।

হাওযে কাউসার: আলমেদরে মধ্যে মশহুর হলো: এটি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস। ইমাম কুরতুবী ‘আল-মুফহমি’ গ্রন্থে এ কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু তিরমযী (২৩৬৭) কর্তৃক সংকলিত সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “প্রত্যেক নবীরই হাওয রয়েছে। নবীগণ একে অন্যের সাথে তার হাওযে আগত ব্যক্তিদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করবে। আমি আশা করি যে আমিই হবে সর্বোচ্চ-সংখ্যক।” হাদীসটির সকল সনদ দুর্বল। কিন্তু, কিছু আলমে উক্ত হাদীসের সনদে আধিক্যের কারণে হাদিসটিকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন, যমেনটি শাইখ আলবানী ‘সহীহাহ’ (১৫৮৯) গ্রন্থে বলছেন। কউে কউে এটি দুর্বল বলে গণ্য করেছেন। যদি হাদীসটি প্রমাণিত হয় তাহলে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কেবল কাউসার নদী খাস হবে; হাওযে কাউসার নয়। আর যদি প্রমাণিত না হয় তাহলে হাওযও তার জন্য খাস হওয়া দূরবর্ত্তী নয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।

সহীহ সুন্নাতে জান্নাতে বদ্যমান নদী ও হাশররে ময়দানে স্থাপিত হাওযের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণিত হয়েছে। জান্নাতের কাউসার নদীর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে রয়েছে:

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “আমি যখন জান্নাতের হাট্টছিলাম তখন এমন এক নদীর কাছে এলাম যার দুই ধার ফাঁপা মুক্তার গম্বুজ। আমি বললাম: ‘হে জব্রীল! এটা কি?’ তিনি বললেন: ‘এটা সেই কাউসার যা আপনার রব আপনাকে দিয়েছেন।’ এরপর ফরেশেতা হাত দিয়ে আঘাত করলেন তখন দেখলাম এর মাটি কিংবা ঘ্রাণ (রাবীর সন্দেহে) মসিকের আফর (তীব্র সুগন্ধযুক্ত)।”

মুসনাদ আহমদে (১২০৮৪) বর্ণিত হয়েছে: আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আমাকে কাউসার দেওয়া হয়েছে। এটি হচ্ছে মাটির উপর প্রবাহিত একটি নদী। এর দুই প্রান্ত মুক্তার গম্বুজ। এর কোনো ছাদ নেই। আমি দুই হাত দিয়ে এর মাটিতে আঘাত করে দেখতে পেলোম এর মাটি মসিকের আফর (উত্তম মানের মসিক)। এর নুড়িপাথর হচ্ছে মুক্তা।” [হাদীসটি শাইখ আলবানী ‘সহীহ’ (২৫১৩) গ্রন্থে সহীহ বলে গণ্য করেন]

আনাস (রাঃ) থেকে মুসনাদ আহমাদে এক রোয়ায়েতে (১২৮২৮) এ বর্ণিত হয়েছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাউসার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: ‘এটি এমন এক নদী যা আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন; অর্থাৎ জান্নাতে। এটি দুধের চেয়েও সাদা ও মধুর চেয়েও মষ্টি। এতে এমন কিছু পাখি আছে যগুলোর গলা উটের গলার মত (লম্বা)। উমর বলে উঠলেন: ‘নিশ্চয় ঐ পাখিগুলো নয়োমতপ্রাপ্ত।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ‘পাখিগুলোর ভক্ষণকারীরা আরও অধিক নয়োমতপ্রাপ্ত।’ [শাইখ আলবানী সহীহুত তারগীব ওয়াত-তারহীব (৩৭৪০) গ্রন্থে এটিকে সহীহ বলে গণ্য করেন]

অন্যদিকে হাশরের ময়দানে অবস্থতি হাওয়ারে বশৈষ্টিয়সমূহের মধ্য রয়েছে:

বুখারী (৬০৯৩) ও মুসলিম (৪২৪৪) বর্ণনা করেন: আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “আমার হাওয়ারে প্রশস্ততা এক মাসের পথের সমান। এর কণগুলো সমান। এর পানি দুধের চেয়ে সাদা। এর ঘ্রাণ মসিকের চেয়ে বেশি সুগন্ধযুক্ত এবং এর পানপাত্রগুলো হবে আকাশের তারকার মতো অধিক। যে ব্যক্তি এর থেকে পান করবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না।”

সহীহ মুসলিম (৪২৬১) বর্ণনা করেন: আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “এতে থাকা স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রগুলোর সংখ্যা হবে আসমানের তারকার সমান।” অন্য বর্ণনায়: “আসমানের তারকাসমূহের চেয়েও সংখ্যায় অধিক।”

সহীহ মুসলিম (৪২৫৬) সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাওয়ারে পানীয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন: “এটি দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মষ্টি। জান্নাত থেকে দুটি নালা এতে পানি প্রবাহিত করবে। একটি স্বর্ণের ও অন্যটি রৌপ্যের।”

নঃসন্দেহে হাওয সংক্রান্ত হাদীসগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুতাওয়াতরি সনদে (বপুল সংখ্যক সনদে) বর্ণিত হয়েছে, যমেনটা হাদীসবদিরা বলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পঞ্চাশের বেশি সাহাবী এ হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন। হাফযে ইবনে হাজার ফাতহুল বারী (১১/৪৬৮) গ্রন্থে এই হাদীসগুলোর বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ করেছেন। এমনকি কুরতুবী সহীহ মুসলমিরে ব্যাখ্যাগ্রন্থ আল-মুফহমি বলেছেন: ‘শরীয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত (মুকাল্লাফ) প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যা জানা ও বিশ্বাস করা জরুরী তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে একটি হাওয প্রদান করেছেন। এর নাম, বশিষ্টিয় ও পানীয়ের কথা প্রসঙ্গি ও সহীহ হাদীসে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই হাদীসগুলো সমষ্টিগতভাবে অকাট্য জ্ঞানের তথ্য প্রদান করে।...’

হাশরের ময়দানে এর অবস্থানস্থল সম্পর্কে আলমেরা মতভেদে করেছেন:

কউে কউে বলেছেন এটি পুলসরিতরে পরে থাকবে। কউে বলেছেন এটি পুলসরিতরে আগে থাকবে। শেষোক্ত মতটাই অধিকাংশের মত এবং প্রধান্যপ্রাপ্ত মত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। কারণ হাওযে আসবে এমন কিছু ব্যক্তিকে জাহান্নামে নওয়া হবে। যদি এর অবস্থান পুলসরিতরে পরে হত তাহলে তারা এতে পৌঁছাতে পারত না। কেননা এর আগে তারা জাহান্নামে পড়ে যেত। আল্লাহর কাছে (জাহান্নাম থেকে) পানাহ চাই।

এই আলোচনার শেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ভয়াবহ বিষয়ের প্রতিদৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সটেই হলো:

উম্মত মুহাম্মাদীর প্রত্যেক সদস্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাওয এবং তার সম্মানতি হাত থেকে পান করার সৌভাগ্য ও নিয়ামত লাভ করবে না। বরং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে এই উম্মতেরে কিছু মানুষকে হাওয থেকে সজোরো ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই। তাহলে কারা এর থেকে পান করবে, আর কাদেরকেই বা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হবে?

উক্ত প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ, স্পষ্ট ও যথাযথ উত্তর দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; ফলে কোনো ওজর পশেকারীর কফেয়িত এবং পছিয়ে পড়া ব্যক্তির প্রমাণ বাকি নাই। সহীহ মুসলমি (৩৬৭) বর্ণিত আছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) কবরস্থানে এসে (কবরবাসীকে উদ্দেশ্য করে) বললেন:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ

“ঈমানদার কবরবাসীরা! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষতি হোক। অচিরেই আল্লাহর মরজি আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো।” এরপর তিনি বললেন: “নিশ্চয় আমাদের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছেলি আমরা যদি আমাদের ভাইদেরকে দেখতে পতোম।” তারা বলল: ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই?’ তিনি বললেন: “তোমরা আমার সাহাবী। আর যারা আমাদের পরে আসবে তারা আমার ভাই।” তারা জিজ্ঞাসে করল: ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এমন লোকদের আপনার উম্মত হিসেবে

কীভাবে চনিবনে, যারা এখনো (দুনিয়াতে) আগমন করেনি?’ তিনি বললেন: ‘তোমরা বল তও, যদি কোন ব্যক্তির একদল কুচকুচে কালো ঘোড়ার মধ্যে সাদা কপাল ও সাদা পা-বশিষ্টি একটি ঘোড়া থাকে, তবে কিসেই ব্যক্তি তার ঘোড়াকে চনিতে পারবে না?’ তারা বলল: ‘হ্যাঁ; নশ্চয় চনিতে পারবে।’ তিনি বললেন: ‘তারা কয়িমতরে দনি অযুর বদৌলতে সাদা চহোরা ও সাদা পা-বশিষ্টি অবস্থায় আসবে। আমি তাদের আগাই হাওয কাওছারে উপস্থিতি থাকব। একদল লোক আমার হাওয থেকে বতিড়তি হবে, যভোবে পথভলো উটকে বতিড়তি করা হয়। আমি তাদেরকে ডেকে বলব: তোমরা এদকি এসো। তখন বলা হবে: ‘এসব লোক আপনার পর (দ্বীনকে) পরবির্তন করছে।’ তখন আমি বলব: “দূর হও, দূর হও।”

সহীহ বুখারী (৬৫২৮) ও মুসলমি (৪২৪৩) আবু হাযমে থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি সাহলকে বলতে শুনছি, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছি: ‘আমি হাউযেরে কাছে তোমাদের আগতে উপস্থিতি থাকব। যবে ব্যক্তি হাওযে পৌঁছবে সে পান করবে এবং যবে পান করবে সে কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। আর আমার কাছে এমন কিছু লোক আসবে, যাদেরকে আমি চনিতে পারব এবং তারাও আমাকে চনিতে পারবে। তারপর আমার ও তাদের মধ্যে প্রতবিন্ধকতা তরৈ করা হবে।’ বর্ণনাকারী আবু হাযমে বলেন, আমি যখন তাঁদের কাছে হাদীসটি পশে করি, তখন নু’মান ইবনু আব্বি ‘আইয্যাশ শুনতে বললেন: তুমি কি সাহলকে এমনই বলতে শুনছে? তিনি বলেন, আমি বললাম: হ্যাঁ! তিনি বললেন: আর আমি আবু সাঈদেরে ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তিনি আরো যোগ করেন: এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “তারা আমারই।” তখন তাকে বলা হবে: “আপনি জানেন না তারা আপনার পরে কী কাজ করছে। আমি বলব: “আমার পরে যবে পরবির্তন করছে, সে দূর হয়ে যাও, সে দূর হয়ে যাও।”

সহীহ বুখারী (২১৯৪) ও মুসলমি (৪২৫৭)-তে বর্ণিত আছে: আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি: অচনো উটকে যমেনভাবে হাওয থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় সভোবে আমি কিছু মানুষকে আমার হাওয থেকে সরিয়ে দিবি।”

কুরতুবী রাহমাহুল্লাহ বলেন: “আমাদের সমস্ত আলমে (আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন) বলেন: কউ যদি আল্লাহর দ্বীন ত্যাগ করে অথবা তাতে এমন কিছু উদ্ভাবন করে যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট নন এবং যার অনুমতি তিনি দেন না সে হাওয থেকে বতিড়তি ও প্রত্যাখ্যাত হবে। এদের মধ্যে সর্বাধিক জঘন্যভাবে বতিড়তি হবে এমন ব্যক্তি যবে মুসলমিদরে জামায়াত ত্যাগ করেছে এবং তাদের পথ ছড়ে দিয়েছে। যমেন: খারজেরা ও তাদের নানা দল-উপদল, রাফজেরা তাদের বিভিন্ন ভিন্নান্তসিহ, মুতায়লি সম্প্রদায় এবং আরো যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। অনুরূপভাবে ঐ সমস্ত যালমে যারা যুলুম-সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছে, সত্যকে চাপা দিয়েছে, সত্যপথরে অনুসারীদের হত্যা ও লাঞ্ছনা করেছে, প্রকাশ্যে কবীরাহ গুনাহতে লিপ্ত হয়েছে ও তা নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করেছে এবং বচিযুত-ভিন্নান্ত-বদীতীদের দল ...।”[কুরতুবীর ‘আত-তায়করোহ’ (৩০৬)]

সুতরাং বান্দার করণীয় হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে প্রচেষ্টা করা এবং কোনো আদর্শিক বিষয়ে



তাঁর বরিোধিতা না করা; তাহলে আশা করা যায় যে আল্লাহ তাকে এই বরকতময় হাওয থেকে পানি পান করার অনুগ্রহ দান করবেন। নতুবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে থেকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা বড় লাঞ্ছনা ও অপমানের বিষয় আর কীইবা হতে পারে! অথচ ব্যক্তি তখন এতটাই পিপাসার্ত হবে যে সে আর সহ্য করতে পারবে না। এমন অবস্থায় তাকে পবিত্র, ঠাণ্ডা পানি পান করা থেকে বাধা দেয়া হবে। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দূরে সরে যাওয়া ও বতিড়তি হওয়ার দোয়া করার মাধ্যমে তার শাস্তি, লাঞ্ছনা ও আফসোসের মাত্রা আরও বৃদ্ধিকরে দেওয়া হবে। আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। এমনটি কল্পনা করাও তো একপ্রকার শাস্তি। আর স্বচক্ষে দেখা ও এর সম্মুখীন হওয়া কমন হতে পারে?!

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেনে আমাদের ও আমাদের মুসলিমি ভাইদেরকে তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করা এবং বদিআত ও অবাধ্যতা পরহির করার তৌফিক দান করেন। ... আমীন। সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের রব আল্লাহর জন্য।

দখুন শাইখ উমর আল-আশ্কাবার রচতি ‘আল-কয়ামাতুল কুবরা’ (পৃ. ২৫৭-২৬২), ‘আল-জান্নাহ ওয়ান-নার’ (পৃ. ১৬৬-১৬৭) এবং হাফযে ইবনে হাজার রচতি ‘ফাতহুল বারী’ (১১/৪৬৬)।